১০২

ভোরের কাগজ

তারিখ ... JUL. 26 1999
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৭

কেরানীগঞ্জ কলেজে কো-এডুকেশন প্রসঙ্গে

আমাদের দেশে জেলা ও থানা সদরসহ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কো-এডুকেশন ব্যবস্থা চালু রয়েছে। এর ফলে এ সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আর্থিক দিক দিয়ে যেমন অনুকূল পরিবেশ বিদ্যমান থাকে পক্ষান্তরে শিক্ষার মানও উন্নত হয়। কেরানীগঞ্জ মহিলা মহাবিদ্যালয়টি ২.১০ শতাংশ জমির ওপর বুড়িগঙ্গা নদীর তীরে ও বুড়িগঙ্গা নদীর দ্বিতীয় সেতুর দক্ষিণ পার্শ্বে অবস্থিত। প্রায় এক যুগ যাবৎ অত্র কলেজটি প্রতিষ্ঠার পর হতে কলেজের ছাত্রী সংখ্যা আশানুরূপ হয়নি। অথচ অত্র কলেজের এইচএসসি ও ডিগ্রি পরীক্ষার ফলাফল অত্যন্ত সন্তোষজনক ছিল। যদি কলেজটির জন্মলগ্ন থেকে কো-এডুকেশন ব্যবস্থা চালু থাকতো তবে এ কলেজের ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা বিপুল পরিমাণ হতো। এতে কলেজের কোনো আর্থিক সমস্যা ঘটতো না।

এমতবস্থায় বর্তমান শিক্ষাবর্ষ থেকে অত্র কলেজটিতে কো-এডুকেশন ব্যবস্থা জরুরিভাবে গড়ে তোলা দরকার। কো-এডুকেশন করা হলে স্বভাবতই এর নাম পরিবর্তন করে 'কেরানীগঞ্জ ডিগ্রি কলেজ' রাখা যেতে পারে। বর্তমান শিক্ষাবর্ষ হতে কলেজের ছাত্রী গমনাগমনের জন্য দুটি মাইক্রোবাস চালু করা অত্যন্ত জরুরি।

রাজধানী শহর সংলগ্ন হয়েও কেরানীগঞ্জের মানুষ বিশেষ করে উচ্চ শিক্ষার দিক থেকে অনেক পিছিয়ে রয়েছে। অনেকেই নানান প্রতিবন্ধকতায় অকালেই শিক্ষাজীবন থেকে ঝরে পড়ছে। সার্বিকভাবে কলেজ কর্তৃপক্ষসহ সমাজের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ একটু মনোযোগী হলে এ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি যেমন এলাকার উচ্চ শিক্ষাবিস্তারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে তেমনি সমাজ সংস্কারে মহতী অবদানসহ মহাকল্যাণ বয়ে আনতে পারে।

মোহাম্মদ নূর হোসেন
জিঞ্জিরা বাস রোড হাউলি
কেরানীগঞ্জ-১৩১০, ঢাকা।